বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ও নারীর অধিকার
নতুন বিবেচনা

রাখী দাশ পুরকায়স্থ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

ঢাকা: ১৮ এপ্রিল ২০১৭

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ও নারীর অধিকার : নতুন বিবেচনা

রাখী দাশ পুরকায়স্থ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

প্রস্তাবনা

২০১৫ পরবর্তী স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যে [এসডিজি] বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মিলিত এক প্রতিশ্রুতিপত্র। যার মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার– 'কেউ পেছনে থাকবে না'। সকলকে নিয়ে ২০৩০ এর মধ্যে একটি সমতাপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এসডিজি বাস্তবায়নের যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে– তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : সার্বজনীন, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, রূপান্তরমুখী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক।

বছরের পর বছর ধরে দেশ ও সমাজে বিরাজমান অসমতা, বিযুক্তি, নির্যাতন, চরমপন্থা, অভিবাসন, পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয় রোধ করে মানুষে মানুষে বৈষম্য, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য, নারীতে নারীতে বৈষম্য ও নির্যাতন অসমতা দূর করে, স্বাস্থ্য সম্মত, নিরাপদ সমতাপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তুলতে যদি আমরা সকলে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকি তবেই এই এসডিজি দেশ ও সমাজে উন্নয়ন ও সুফল বয়ে আনবে। প্রগতি আর উন্নয়নের পথে ক্রমাগত বিশ্ব এগিয়ে যাবে।

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা [এসডিজি] ও নারীর অধিকার

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাষায় 'উন্নয়নের অন্যতম ধারক ও বাহক নারী'। তাই স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন এজেন্ডা [এসডিজি]র অন্যতম এজেন্ডা জেন্ডার সমতা ও নারী ও কন্যা সন্তানের ক্ষমতায়ন [এজেন্ডা-৫] কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা এবং তার সামগ্রিক অভিষ্ট অর্জনে দৃঢ় ভূমিকা পালন করবে। কারণ মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের সাফল্য কখনই স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে পূরণ করবে না যদি অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী তার প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। যদি তার মানবাধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যদি সেই নারী ও কন্যা সন্তানের শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার ও সুযোগ ভোগ না করতে পারে। রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়, অর্থনীতির সকল অঙ্গনে, সম্পদ ও সম্পত্তিতে, আইনগতভাবে, জনজীবন ও ব্যক্তিজীবনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ভোগ নিশ্চিত না থাকে। সকল ধরনের জেন্ডার অসমতা, জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য এবং নারী ও কন্যার উপর বয়ে চলা অব্যাহত নির্যাতন নির্মূল না হয়।

এ কথা সত্য– 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না, সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে'– এই বিষয়টি হঠাৎ করে আসেনি। উন্নয়নকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্ব মানব জাতি তার স্বীকৃতি দিয়েছে নানা পর্যায় পরিক্রমা ঘাত প্রতিঘাত পার হওয়ার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে রয়েছে বিশ্ব নারী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিশ্ব নারী আন্দোলনই নারীর পূর্ণ মানুষের স্বীকৃতি এবং তার প্রাপ্য

অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরেছে।

বিশ্ব নারী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণআন্দোলন, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামে সকল সময়ে ও পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে।

তাই বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ১৯৭০ সাল থেকে সমতার লক্ষ্যে নারীর অগ্রগতির প্রশ্নে সমঅধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচকে করণীয় নির্ধারণ করেছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, আইনগত সমতা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণী পদক্ষেপ গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সময়ের বাস্তব চাহিদায় দশকে দশকে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে লবি অ্যাডভোকেসি ধারাবাহিক ও বহুমাত্রিক পথে অগ্রসর করেছে। ফলে প্রচলিত প্রথার বাইরে এসে নারী তার ভূমিকা রাখতে থাকে। এই ধারার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয় বিভিন্ন মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংস্থা।

জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদ, ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা। জাতিসংঘের নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন [সিএসডব্লিউ]-এর অব্যাহত উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড নারীর পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার এজেন্ডায় নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ [সিডও] যুক্ত হয় ১৯৭৯ সালে। ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনের ঘোষণা ১৯৯৩- 'নারীর অধিকার, মানবাধিকার'; কায়রো জনসংখ্যা উন্নয়ন সম্মেলন, [আইসিপিডি]র ঘোষণা ১৯৮০– নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ১৯৯৫ সালের ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা যা সমতা প্রতিষ্ঠার পথে এক মাইল ফলক হিসেবে আসে। এতে সকল সদস্য রাষ্ট্রের অঙ্গীকার থাকে নিজ নিজ দেশে সরকার, নাগরিক সমাজ ও দাতা সংস্থার সমন্বিত দায় দায়িত্বের পথ রেখা।

বেইজিং+২০ পর্যালোচনা পরবর্তীতে সাধারণ পরিষদের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা [এমডিজি]'র সমাপ্তি এবং ২০১৫ পরবর্তী নির্ধারিত স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে যোগসূত্র গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ মর্মে সিএসডব্লিউ'র অধিবেশন শেষে রাজনৈতিক ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। সমতার ক্ষেত্রে নারী ও কন্যা সন্তানের জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে, বিজ্ঞানভিত্তিক, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জেন্ডার সংবেদনশীল মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে, সম্পদের উপর নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দেশে ও সমাজে পেছনে পড়া অংশ, নারী জনগোষ্ঠী এবং তার মধ্যে অধিক অবহেলিত আদিবাসী, দলিত, প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থান বিবেচনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে যে জনকেন্দ্রিক অর্থনীতি নিশ্চিত হওয়া দরকার তাতে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের জন্য পদক্ষেপের উপর প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। সমতা নির্দেশক যে আইন ও নীতিগত কাঠামো ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করবে তা দৃঢ় করার পাশাপাশি সকল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব শক্তিশালী করা এবং টেকসই উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর পূর্ণ এবং সমঅংশীদারিত্ব শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। পাশাপাশি গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন ফলোআপ ও মনিটরিং নিশ্চিত করার পদ্ধতি জোরদার করার উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করা হয়। জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এগিয়ে নিতে রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট ভূমিকা নিবে এমন ঘোষণা

সাধারণ পরিষদ এবং বাংলাদেশসহ সকল সদস্য রাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছে।

বিদ্যমান বাস্তবতা : বাংলাদেশে

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়কালে সকলের ভাবনা–একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই পারে উন্নয়নকে অগ্রসর করতে স্থায়িত্বশীল করতে, যা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। প্রান্তিক সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, দলিত, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সবখানে সবার জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার পথে অর্জন যেমন আছে তার সাথে উপস্থিত হচ্ছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় কিছু অর্জন আছে।

অর্জন

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষতঃ শ্রমবাজারে ৩৩.৫% তৈরি পোষাক শিল্পখাতে ৪৪ লক্ষ শ্রমিকের প্রায় ৯০% নারী। সে সাথে অভিবাসী নারী শ্রমিকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষক নারী, কর্মজীবী নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে সব ধরনের প্রচলিত ও অপ্রচলিত পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি শুধু তার নিজের ক্ষেত্রে নয়– জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা রাখছে।

নারীর অর্জনের ক্ষেত্রে নারীবান্ধব কিছু আইন প্রণীত হয়েছে। যা নারীর জীবনে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্জন হিসেবে উল্লেখ করা যায়। যা সরকারের ভূমিকাকে নির্দেশ করে। সামাজিক শক্তির অংশগ্রহণকে নিদের্শ করে।

নারীর প্রতি বিদ্যমান অসমতার জন্য নারীকে বিশেষভাবে দারিদ্র্যের শিকার হতে হয়। তবে তার সম্পদহীনতা তার ব্যক্তি অধিকারকে স্বীকার করে না বলেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সে ক্ষমতাহীন, তার প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারহীনতা, ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং কর্মক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী হিসেবে বৈষম্য, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব অসমতাকে শক্তি যোগানোর পাশাপাশি নতুন নতুন নির্যাতনের মুখোমুখি করছে। যৌন হয়রানি, যৌন নির্যাতন, জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন, পারিবারিক নির্যাতন, পাচারের শিকার হওয়া তার অগ্রগতির ক্ষতিকর প্রবণতা যেমন : শিশু বিবাহ, জোর পূর্বক বিবাহ, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, গণপরিবহন, পরিবার ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে সহিংসতা বিশেষ করে শিশু কিশোরী তরুণী মেয়েরা এর শিকার বেশি হচ্ছে। এছাড়াও প্রচলিত পারিবারিক আইনে বিদ্যমান অসমতা, দেশ ও সমাজের উন্নয়নে নারীর অবদানের পথে, নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই নারী নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কর্মসূচিতে একমুখীন নয় বহুমাত্রিক দৃষ্টি রাষ্ট্র ও সরকারকে দিতে হবে।

শিক্ষা একটি সামাজিক বিনিয়োগ। আমাদের দেশে শিক্ষা বিশেষতঃ নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে– তা রাষ্ট্রের

অর্জনকে চিহ্নিত করে। কিন্তু এই শিক্ষা কতখানি জনকল্যাণমুখী, উৎপাদনমুখী এবং এই শিক্ষার পাঠ্যসূচি শিশু কিশোরদের, তরুণদের মনে কি ধরনের মূল্যবোধ তৈরি করেছে এবং তার ফলে দেশের অগ্রগতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলছে তার মূল্যায়ন প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই স্বাধীন বাংলাদেশে। প্রয়োজন কোন্ শিক্ষা শিশু কিশোর তরুণদের জেন্ডার সংবেদনশীল, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, প্রগতিবাদী মানবতাবাদী করে তুলবে এই মৌল চেতনার প্রকাশকে নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে নীতি গ্রহণের প্রতিফলন থাকতে হবে।

চ্যালেঞ্জ

অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসরমান বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণকারী যে পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী নারীর সামনে আজ মৌলিক চ্যালেঞ্জ কি করে কর্মক্ষেত্র ও পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে? বাংলাদেশে পেশাজীবী নারী জনশক্তি যার সিংহভাগ অংশ তরুণী মা। তারা যাতে কর্মক্ষেত্র থেকে সরে না যায়, তাদের অবদান যাতে হারিয়ে না যায়, তার জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রয়োজন। তার জন্য ডে-কেয়ার, গণ-পরিবহন, উন্নত যাতায়াত সুবিধা করা জরুরি।

- পাশাপাশি কর্মজীবী- পেশাজীবী-শ্রমজীবীসহ সকল নারীর জন্য মানসম্পন্ন কাজ নিশ্চিত করার সাথে যাতায়াত, আবাসন, নিরাপত্তা, মজুরি বৈষম্য, উক্ত পরিবেশ [পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরে] নিশ্চিতে সরকারের ভূমিকা অগ্রগণ্য।
- নারী কোন ধরন ও পর্যায়ে কাজ করে, কতটা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এ বিষয়গুলো ভেবে বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট করতে হবে।
- মজুরিবিহীন গৃহকাজে নারীশ্রম, সেবাধর্মী পারিবারিক কাজে তার আর্থিক মূল্যায়ন জিডিপির অর্জনকে এগিয়ে দেয় তাই নারীর এই ধরনের শ্রমের আর্থিক মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি।
- কর্মজীবী নারীর পেশাদারিত্বের উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, শ্রমবাজারে নারীর দক্ষ কর্মী সংখ্যা এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থিতির সংখ্যা নিরূপনে অধিক গুরুত্ব দান জরুরি।

নতুন ভাবনা

- নারী শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের টুল হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। মানুষ হিসেবে নারীর নিজের রূপান্তর ঘটবে।
- বয়স সীমার পরিসংখ্যানে বাংলাদেশে বর্তমান এর ৪০% তরুণ প্রজন্মের অর্ধেক তরুণী। তাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, তাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আইনে সমতা, প্রজনন অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে।
- জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার দাবি রাখে।
- স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর ও ফলপ্রসু অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন বিশেষতঃ রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট ও কর্পোরেট সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণকে

অর্থবহ করার লক্ষ্যে ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ নারীর সংখ্যা নির্ধারণ।

- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কিছু অগ্রগতি থাকলেও এক্ষেত্রে বিশেষত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, নেতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিহার, রাজনৈতিক দলে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।
- গৃহস্থালি কাজে নারীর মজুরিবিহিন শ্রম অর্থনীতিতে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে জিডিপিতে অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর এই শ্রমের স্বীকৃতি দেয়া।
- গৃহস্থালির কাজের দায়ভার কমানো। এই লক্ষ্যে গৃহস্থালি কাজে নারীর সাথে পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহায়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ডে- কেয়ার, যাতায়াত, আবাসন, নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- সমতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও গৃহীত সকল পদক্ষেপের কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলা।
- নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা [ব্যক্তি ও জনজীবনে] নারীর ব্যক্তি ইস্যু নয়, তা সামাজিক ইস্যু- যা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এই বিবেচনায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নির্মূলে কর্মসূচি নেয়া।
- পারিবারিক আইন সংস্কার করে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সকলের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন করা, সম্পদ সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার আইনী ব্যবস্থা নেয়া।

তথ্যসূত্র

১. CSW agreed conclusions 24 March 2017.
২. Transform our world by 2030 a new agenda for global action report of the UN secretary general progress towards the sustainable development goals.
৩. Beijing PFA
৪. জাতীয় পরিষদ সভা ২০১৭ রিপোর্ট; বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো [বিবিএস]
৬. নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের পথে- আয়শা খানম, সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।
৭. নারীর ক্ষমতায়ন ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য– রাখী দাশ পুরকায়স্থ, মহিলা সমাচার ২০১৬।

১৮ এপ্রিল ২০১৭ সিরডাপ মিলনায়তনে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে 'বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ও নারীর অধিকার : নতুন বিবেচনা'– শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত।